

সোনার তরী জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

১। 'সোনার তরী' কবিতায় কোন ঋতুর উল্লেখ রয়েছে?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ষা ঋতুর উল্লেখ রয়েছে।

২। ক্ষুরধারা স্রোতের নদী কেমন হয়?

উত্তর : ক্ষুরধারা স্রোতের নদী জলে ভরা হয়।

৩। কবি যেখানে আছেন, সেখানে কয়খানি ছোট

ক্ষেত আছে?

উত্তর : কবি যেখানে আছেন, সেখানে একখানি ছোট

ক্ষেত আছে।

৪। "পরপারে দেখি আঁকা" _ এখানে 'পরপারে' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : "পরপারে দেখি আঁকা" _ এখানে 'পরপারে' দ্বারা নদীর অপর পাড়কে বোঝানো হয়েছে।

৫। কবির চারদিকে যে জলের খেলা, তার গতিপথ কীরূপ?

উত্তর : কবির চারদিকে যে জলের খেলা, তার গতিপথ বক্র।

৬। 'সোনার তরী' কবিতা দিনের কোন সময়ের বর্ণনা?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতা দিনের প্রথম সময়ের বর্ণনা।

৭। 'সোনার তরী' কবিতায় যে গান গায়, তার পেশা কী?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় যে গান গায়, তার পেশা মাঝিগিরি।

৮। "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে" _ এখানে কী প্রকাশ পায়?

উত্তর : "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে" এখানে সন্দেহ প্রকাশ পায়।

৯। 'সোনার তরী' কবিতা অনুসারে কবি কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতা অনুসারে কবি কৃষক চরিত্রের প্রতিনিধি।

১০। 'সোনার তরী' কবিতায় 'তরী' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় 'তরী' শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

১১। 'সোনার তরী' কবিতায় নদীর তীরে কবি কীভাবে পড়ে থাকলেন?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় নদীর তীরে কবি শূন্য হয়ে পড়ে থাকলেন।

১২। কী কারণে কবি তরীতে ঠাঁই পাননি?

উত্তর : তরী ছোট হওয়ার কারণে কবি তরীতে ঠাঁই পাননি।

১৩। 'সোনার তরী' কবিতায় ঘন মেঘ কী ঘিরে ঘোরাফেরা করে?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় ঘন মেঘ শ্রাবণের আকাশ ঘিরে ঘোরাফেরা করে।

১৪। 'সোনার তরী' কবিতায় 'থরে-বিথরে' _ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় 'থরে-বিথরে' _ দ্বারা শৃঙ্খলা বোঝানো হয়েছে।

১৫। কবি নৌকার মাঝির কাছে কী কামনা করেছেন?

উত্তর : কবি নৌকার মাঝির কাছে করন্মণা কামনা করেছেন।

১৬। গান গেয়ে তরী কোথায় আসে?

উত্তর : পারে। (পাড়ে)

১৭। বরষা কখন এলো?

উত্তর : ধান কাটতে কাটতে।

১৮। চারদিকে কী খেলা করছিল?

উত্তর : বাঁকা জল।

১৯। 'থরে বিথরে' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে।

২০। পরপারের গ্রামখানি কী দিয়ে মাখা?

উত্তর : তরুছায়ামসীমাখা।

প্রশ্ন ২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কী?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম ভানুসিংহ ঠাকুর।

প্রশ্ন ২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রশ্ন ২৩। সোনার তরী কবিতা কোন ছন্দে রচিত?

উত্তর : সোনার তরী কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

প্রশ্ন ২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের রচনা?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' একটি উপন্যাস।

প্রশ্ন ২৫। কাকে বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ বলা হয়?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কাকে বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ বলা হয়।

প্রশ্ন ২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'বনফুল'।

প্রশ্ন ২৭। 'সোনার তরী' কবিতাটি মূলত কোন ছন্দে রচিত? উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতাটি মূলত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

প্রশ্ন ২৮। 'সোনার তরী' কবিতার কত মাত্রার পূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত? উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতার ৮ + ৫ মাত্রার পূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত

প্রশ্ন ২৯। 'সোনার তরী' কবিতায় 'আমি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় 'আমি' দ্বারা সাধারণ অর্থে কৃষককে এবং প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবিকে বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ৩০। ক্ষুরধার নদীস্রোত হিংস্র হয়ে কোথায় খেলা করছে?

উত্তর : ক্ষুরধার নদীস্রোত হিংস্র হয়ে দ্বীপসদৃশ ধানখেতের চারপাশে খেলা করছে।

প্রশ্ন ৩১। রাশি রাশি সোনার ধান কেটে কে অপেক্ষমাণ?

উত্তর : রাশি রাশি সোনার ধান কেটে এক কৃষক অপেক্ষমাণ

প্রশ্ন ৩২। নিঃসঙ্গ কৃষক কাকে দেখে আশার আনন্দে উদ্বেলিত হয়? উত্তর : নিঃসঙ্গ কৃষক তরি বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখে আশার আনন্দে উদ্বেলিত হয়।

প্রশ্ন ৩৩। কৃষক মাঝিকে অনুনয় করে কী বলে?

উত্তর : কৃষক মাঝিকে অনুনয় করে কূলে তরি ভিড়িয়ে তার সোনার ধানটুকু নিয়ে যেতে বলে।

প্রশ্ন ৩৪। সোনার ধান নিয়ে তরি চলে যাওয়ার পর কৃষক কী করে?

উত্তর : সোনার ধান নিয়ে তরি চলে যাওয়ার পর কৃষক অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে কৃষক একা অপেক্ষা করে।

প্রশ্ন ৩৫। 'সোনার তরী' কবিতায় মূলত কী অন্তর্লীন হয়ে আছে? উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় মূলত কবির জীবনদর্শন অন্তর্লীন হয়ে আছে।

প্রশ্ন ৩৬। মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ কী এড়াতে পারে না? স্রোতে মানুষ অনিবার্য পরিণতি অর্থাৎ

উত্তর : মহাকালের চিরন্তন মৃত্যু এড়াতে পারে না।

প্রশ্ন ৩৭। ব্যক্তিসত্তা মহাকালের করালগ্রাসের শিকার হলেও কোনটি টিকে থাকে?

উত্তর : ব্যক্তিসত্তা মহাকালের করালগ্রাসের শিকার হলেও ব্যক্তির মহৎ সৃষ্টিকর্ম টিকে থাকে।

প্রশ্ন ৩৮। 'সোনার তরী' কবিতায় গ্রামখানি কিসে ঢাকা? উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় গ্রামখানি মেঘে ঢাকা।

প্রশ্ন ৩৯। 'সোনার তরী' কবিতায় কিসের চারপাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা?

উত্তর : ধানখেতের চারপাশে।

প্রশ্ন ৪০। "ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?"— চরণটিতে কী লক্ষ করা যায়?

উত্তর : নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণে কৃষকের চেষ্টা।

প্রশ্ন ৪১। ভরা পালে তরি বেয়ে কে আসে?

উত্তর : ভরা পালে তরি বেয়ে নেয়ে বা মাঝি আসে।

প্রশ্ন ৪২। সোনার তরিতে কার স্থান হয় না?

উত্তর : সোনার তরিতে কৃষকের স্থান হয় না।

প্রশ্ন ৪৩। সোনার তরিতে ভাৱা ভাৱা ফসল নিয়ে কে
চলে যায়?

উত্তর : সোনার তরিতে ভাৱা ভাৱা ফসল নিয়ে মাঝি
চলে যায়।

প্রশ্ন ৪৪। চিৱায়ত শিল্পলোকের প্রতীক তরণীতে
কিসের ঠাঁই হয়?

উত্তর : সোনার ফসলরূপ মানুষের মহৎ সৃষ্টিকর্মেৱ।

প্রশ্ন ৪৫। 'সোনার তরী' কবিতায় কোন বিষয়টি
নিবিড়ভাবে

মিশে আছে? ব্যাখ্যা কৱ।

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় কবির জীবনদর্শন
নিবিড়ভাবে মিশে আছে।

সোনার তরী কবিতার অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. ‘বাঁকা জল’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ‘বাঁকা জল’ বলতে ভরা বর্ষায় নদীর জলের ভয়ংকর রূপ ধারণের বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

কবিতায় এক নিঃসঙ্গ কৃষক সোনার ধান কেটে নদীতীরবর্তী খেতে অপেক্ষমাণ। আকাশে ঘন মেঘের গর্জন, বর্ষার ভরা নদীর ক্ষুরধারা স্রোতের সাথে এর জলও বাঁকা হয়ে খেলা করছে। ছোটো খেতটুকুকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে তা। এভাবে ‘বাঁকা জল’ শব্দবন্ধের ভেতর দিয়ে কবিতাটিতে বৈরী প্রকৃতির রুদ্ররূপের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়া ‘বাঁকা জল’ কবিতাটিতে অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক।

২. কবিতাটিতে মেঘে ঢাকা গ্রামের চিত্রকল্পের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির কোন রূপটি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : কবিতাটিতে মেঘে ঢাকা গ্রামের চিত্রকল্পের ভেতর দিয়ে বর্ষা প্রকৃতির রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

‘সোনার তরী’ কবিতায় গ্রামীণ চিত্রকরে ভর করে কবিতাটির মূলবক্তব্য উপস্থাপন করেছেন কবি। এরই ধারাবাহিকতায় কবিতাটিতে তিনি দূরের মেঘাচ্ছন্ন গ্রামের চিত্রপট উপস্থাপন করেছেন। সাধারণত বর্ষাকালেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মূলত ভারি বৃষ্টিপাতসহ দুর্যোগের ইঙ্গিতবাহী। এর মধ্য দিয়ে আলোচ্য কবিতায় বর্ষা-প্রকৃতির দুর্যোগময় রূপটিকেই উন্মোচন করা হয়েছে।

৩. কবিতায় ‘একখানি ছোটো খেত’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : কবিতায় ‘একখানি ছোটো খেত’ বলতে মানুষের কর্মক্ষেত্র হিসেবে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় প্রতিটি অনুষ্ণই রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত ছোটো ক্ষেতটি কৃষকের চাষাবাদের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হলেও এর গূঢ়ার্থ হলো পৃথিবী অর্থাৎ মানুষের কর্ম সম্পাদনের জায়গা। বস্তুত, প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করেই পৃথিবীতে মানুষকে কর্মসম্পাদন করতে হয়। আলোচ্য কবিতাটিতে কবিগুরু মানুষের কর্মক্ষেত্র হিসেবে ঝঞ্ঝা-বিস্কুব এই সীমাবদ্ধ পৃথিবীকেই ‘একখানি ছোটো খেত’ বলে উপমিত করেছেন।

৪. মাঝি চলে যাওয়ার সময় কোনো দিকে তাকায়নি কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : মহাকালরূপ মাঝি জাগতিক ঘটনা সম্পর্কে নিরাবেগ বলে চলে যাওয়ার সময় সে কোনোদিকে তাকায় না।

আলোচ্য কবিতায় মূলত মহাকালের প্রতীক। আর মহাকাল কেবল মানুষের কর্মফলকেই গুরুত্ব দেয়। সেখানে ব্যক্তিমানুষ বা জাগতিক ঘটনাবলির স্থান নেই। অর্থাৎ জাগতিক ব্যস্ততা মহাকালকে স্পর্শ করতে পারে না। এ বিষয়ে মহাকাল সর্বদাই নিরাসক্ত ও নিরাবেগ। এ কারণেই মহাকালরূপ মাঝি চলে যাওয়ার সময় কোনো দিকে তাকায়নি।

৫. “যাহা লয়ে ছিনু ভুলে” বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে কবির সৃষ্টিকর্ম নিয়ে জীবনভর মগ্ন থাকার দিকটিকে বোঝানো হয়েছে।

সৃষ্টিশীল কবির দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্মই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান সবকিছু। শিল্পসাধনাতেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। শিল্পকর্মে মগ্ন থাকার কারণে আর কিছু নিয়ে ভাবার তেমন সময় পাননি। অথচ শেষবেলায় মহাকালের খেয়ায় সেসব সৃষ্টিকর্মের স্থান হলেও তিনি নিজে সেখানে স্থান পাননি। সংগত কারণেই সারাজীবন সৃষ্টিকর্ম নিয়ে মগ্ন থাকার কথা তিনি আক্ষেপডরে প্রকাশ করেছেন। প্রশ্নোক্ত কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে।

৬. ‘একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা’ – ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মধ্যদিয়ে কবি পৃথিবীতে মানুষের চিরন্তন একাকিত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

আলোচ্য চরণটিতে ‘ছোটো খেত’ বলতে মানুষের কর্মজগৎকে বোঝানো হয়েছে। বস্তুত, মানুষকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাজ করে যেতে হয়; কাজ থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। আর এই কর্মক্ষেত্রে কর্মী ব্যক্তিমানুষ নিজেই। এক্ষেত্রে তার কোনো ভাগীদারও নেই। প্রশ্নোক্ত চরণটিতে ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতার এই বিষয়টিই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

৭. সোনার তরীতে কৃষকের ঠাই হলো না কেন?

উত্তর : সোনার তরী কৃষকের উৎপাদিত ধানে ভরে গিয়েছিল বলে সেখানে কৃষকের ঠাই হয়নি।

কর্মফলস্বরূপ রাশি রাশি সোনার ধান কেটে নিঃসঙ্গ কৃষক নদীতীরে অপেক্ষমাণ ছিলেন। এ সময় ভরা পালে তরী বেয়ে একজন অচেনা মাঝির আগমন ঘটে। কৃষকের অনুরোধে মাঝি তাঁর সমস্ত ধান নৌকায় তুলে নিলে নৌকা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে সেখানে কৃষকের স্থান সংকুলান হয় না। প্রকৃতপক্ষে, মহাকাল-রূপ সোনার তরীতে কর্মফল জায়গা পেলেও সেখানে ব্যক্তিমানুষ স্থান পায় না। এই অমোঘ বাস্তবতার কারণেই ফসলে পরিপূর্ণ সোনার তরীতে কৃষক ঠাই পাননি।

৮. তরীটিকে কেন ‘সোনার তরী’ বলা হয়েছে?

উত্তর : তরীটি মহামূল্যবান মহাকালের প্রতীক বলেই এটিকে সোনার তরী বলা হয়েছে।

‘সোনার তরী’ একটি রূপক কবিতা। কবিতাটিতে প্রতিটি অনুষ্টিই রূপায়িত। এর প্রতিটির আলাদা অর্থ রয়েছে। কবিতাটিতে তরী বলতে মহাকালকে বোঝানো হয়েছে। সময় অমূল্য, কোনো কিছু দিয়েই তার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আর তাই কবিতাটিতে মহাকালরূপী তরীটিকে তাৎপর্যম-িত করে তুলতেই সেটিকে সোনার তরী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৯. দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর : ধান কেটে অপেক্ষমাণ কৃষকের সামনে এক মাঝির আগমন হলে প্রথম দেখায় মাঝিকে তার পরিচিত বলে মনে হয়।

আলোচ্য কবিতায় বর্ষার বৈরী পরিবেশে বিপদাপন্ন এক কৃষককে কেন্দ্র করে কবিতাটির ভাবসত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। সেখানে সোনার ধানরূপী কর্মফল নিয়ে কৃষক অপেক্ষমাণ। চারদিকে বর্ষার ক্ষুরধারা পানি ঘুরে ঘুরে খেলা করছে, যেন মুহূর্তেই ভাসিয়ে নেবে তাঁর ছোটো খেতটিকে। এমনই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে হঠাৎ সেখানে এক মাঝির আগমন হয়। মহাকালের প্রতীক এই মাঝিকে ব্যক্তি কৃষকের পরিচিত বলে মনে হতে থাকে। প্রশ্নোক্ত চরণটিতে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

১০. কবিতাটিতে ‘পরপার’ বলতে মূলত কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : কবিতাটিতে ‘পরপার’ বলতে মূলত পরকালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

‘সোনার তরী’ একটি রূপক কবিতা। এ কবিতার কৃষক হলেন শিল্পস্রষ্টা কবি নিজেই। নদীর জল কাল সলিলের প্রতীক আর নদীর অপর পাড় তথা পরপার হলো মৃত্যু-পরবর্তী জগৎ। এভাবে ‘পরপার’ শব্দটির মধ্য দিয়ে কবিতাটিতে পরকালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সোনার তরী কবিতার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর: ১

‘নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।

ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর

আউশের খেত জলে ভরভর,

কালি-মাথা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাই রে।।

ক. ‘সোনার তরী’ কবিতায় উল্লিখিত মাঝি কীসের প্রতীক?

খ. ‘ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?’— কৃষক কেন এরূপ বলেছেন?

গ. উদ্দীপকে ‘সোনার তরী’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘সোনার তরী’ কবিতার আংশিক ভাবকে তুলে ধরেছে; সমগ্রভাব নয়”— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘সোনার তরী’ কবিতায় উল্লিখিত মাঝি মহাকালের প্রতীক।

খ. পাকা ফসল নিয়ে বিপন্ন কৃষক নদীতে তরী বেয়ে যাওয়া মাঝিকে দেখে তার গন্তব্য সম্পর্কে উদ্ভূত প্রশ্ন করেছেন, যাতে তিনি তাঁর সোনার ফসল তরীতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

উদ্ভূত উক্তিটির মাধ্যমে কৃষক নৌকার মাঝির গন্তব্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। বর্ষার মধ্যে কৃষক তাঁর খেতের ধান কাটতে কাটতে চারদিক জলপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে কৃষক তাঁর ফসল নিয়ে নিরুপায় হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এমন সময় তিনি দেখতে পান এক মাঝি নৌকা নিয়ে আসছে এবং তাঁকে চেনা বলে মনে হওয়ায় কৃষক তাকে সাহায্যের আশায় ডেকেছেন।

গ. উদ্দীপকে ‘সোনার তরী’ কবিতায় বর্ণিত বর্ষার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

‘সোনার তরী’ কবিতায় গ্রামীণ প্রকৃতিতে নিঃসঙ্গ এক কৃষকের রূপকে মানুষের চিরন্তন অসহায়ত্বের দিকটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে কবি বর্ষার প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছেন। কবিতাটিতে দ্বীপসদৃশ ছোটো খেতে আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষমাণ কৃষকের বর্ণনা, মেঘের গর্জন, চারপাশে বাঁকা জলের বিস্তার প্রভৃতি অনুষ্ণের ভেতর দিয়ে কবি বাংলায় বর্ষার চিরায়ত রূপটিকেই যেন উন্মোচন করেছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ষাকালের একটি সাধারণ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। জীবনের গভীরতর দর্শন না থাকলেও আলোচ্য কবিতাংশটি বর্ষার এক অনিন্দ্যসুন্দর রূপকল্প ফুটিয়ে তুলেছে। এখানে কবি বর্ষাকালীন আকাশ, আউশের খেত, দিগন্তের আঁধার প্রভৃতির বিবরণ দিয়েছেন। এছাড়া ছোটো ছেলেমেয়েরা বর্ষায় যাতে বাইরে না যায়, সে জন্য তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, ‘সোনার তরী’ কবিতায়ও বর্ষাকালের চিরন্তন রূপটিই প্রতিভাত হয়। এভাবেই বর্ষা ঋতুর বর্ণনার মধ্য দিয়ে আলোচ্য কবিতা এবং উদ্দীপকের কবিতাংশে শাস্ত্রত বর্ষার স্বরূপ যেন বাণীরূপ পেয়েছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ‘সোনার তরী’ কবিতায় বর্ণিত বর্ষার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশটি কেবল বর্ষার শাস্ত্রত রূপের পরিচয় তুলে ধরার সূত্রে ‘সোনার তরী’ কবিতার আংশিক ভাবকে উপস্থাপন করে।

‘সোনার তরী’ কবিতায় রূপকের অন্তরালে বাংলার বর্ষার এক অনন্যসাধারণ রূপকল্প অঙ্কিত হয়েছে। এ কবিতার ভাবসত্যকে উন্মোচন করতে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন বর্ষার রূপকের। আকাশে ঘন মেঘের গর্জন, দ্বীপের মতো জলবেষ্টিত ছোটো খেতটির বিলীয়মান অবস্থা, বৃষ্টিতে কৃষকের নিঃসঙ্গ অবস্থা— এ সবকিছুই বর্ষার অত্যন্ত সাধারণ চিত্র। তবে কবিতার মূলভাব আরও গভীরে প্রোথিত।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবিচিও পুলকিত হয়েছে বর্ষার রূপ দেখে। এখানে ফুটে উঠেছে বর্ষার শান্ত-স্নিগ্ধ, শ্যামল রূপ। নীল নবঘনে আষাঢ়ের যে গগন, তার মাঝে ফুটে উঠেছে সজীব স্নিগ্ধতার আবেশ। এখানে বৈরী আবহাওয়ায় বর্ষার বিপন্ন জীবন উপস্থাপিত হলেও কবিচিও পুলকিত হয়েছে মূলত বর্ষার অপরূপ সৌন্দর্যে। আলোচ্য 'সোনার তরী' কবিতাতেও কবি বর্ষার বৈরী প্রকৃতির রূপক ব্যঞ্জনায় জীবন ও কর্মের গূঢ় মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ আলোচ্য কবিতায় এবং উদ্দীপকে ধরা দিয়েছে বর্ষার রুদ্র ও শান্ত বিপরীত ধারার দুই রূপ।

'সোনার তরী' কবিতায় আমরা বর্ষার রুদ্ররূপটিই প্রত্যক্ষ করি। এখানে কবি নদীর স্রোতকে 'ক্ষুরধারা' অর্থাৎ ক্ষুরের ধারার মতো ধারালো হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার জলবেষ্টিত ছোটো খেতটির বিলীয়মান অবস্থার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তা আমাদের মনে আশঙ্কার জন্ম দেয়। তবে এ সবকিছুর অন্তরালে কবিতাটির ভাবসত্য হলো মানুষের জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু; যাকে কোনোভাবেই রোধ করা সম্ভব নয়। কবি মনে করেন, শিল্পস্রষ্টা ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। আর তা বেঁচে থাকে কালান্তরেও। উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ষা প্রকৃতির চিত্র উঠে এলেও আলোচ্য কবিতার এই জীবনদর্শনের উল্লেখ সেখানে নেই।

সে বিবেচনায়, উদ্দীপকের কবিতাংশটি কেবল বর্ষার শাস্ত্রত রূপের পরিচয় তুলে ধরার সূত্রে 'সোনার তরী' কবিতার আংশিক ভাষকে উপস্থাপন করে।

সোনার তরী কবিতার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর: ২

তুষারদের বিশাল বাড়িটি তার বাবার দাদা বানিয়েছিলেন। বাজারে তাদের একটি বিশাল দোকান আছে, সেটি তার দাদার আমলের। তার বাবার এক চাচি ছিলেন, যিনি খুব সুন্দর নকশিকাঁথা সেলাই করতেন, সেসবের কিছু এখনো ঘরে আছে। তুষারের কাছে তাঁরা স্বপ্নের মানুষ। সে ভাবে, তাঁদের সবাই যদি এখনো বেঁচে থাকতেন তবে কেমন হতো! এটা শুনে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তার বড়ো ভাই রোমেল বলে, তাহলে মানুষে মানুষে ভরে যেত ঘর, জায়গাই দেওয়া যেত না; তখন তোমার আর তাঁদেরকে স্বপ্নের মানুষও মনে হতো না।'

ক. 'সোনার তরী' কবিতার পূর্ণ পর্ব কত মাত্রার?

খ. শূন্য নদীর তীরে/ রহিনু পড়ি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে 'সোনার তরী' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকটি 'সোনার তরী' কবিতার সমগ্রতাকে ধারণ করতে পেরেছে কি? মতামত দাও।

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'সোনার তরী' কবিতার পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রার।

খ. যে প্রশ্নোক্ত চরণটির মধ্যদিয়ে মহাকালের কাছে ব্যক্তিমানুষের চিরন্তন অসহায়ত্বের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।

'সোনার তরী' কবিতায় এক নিঃসঙ্গ কৃষকের রূপকে কবি জীবনের এক গভীর সত্যকে তুলে ধরেছেন। মহাকাল কৃষকের কর্মফলের প্রতীক সোনার ধানকে গ্রহণ করলেও তাঁকে গ্রহণ করে না। ফলে অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য। প্রশ্নোক্ত চরণটিতে শূন্য নদীর তীরে কৃষকের পড়ে থাকার চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কবি এ বিষয়টিকেই উপস্থাপন করেছেন।

গ. উদ্দীপকে 'সোনার তরী' কবিতায় ব্যক্ত কর্মফলের অমরতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'সোনার তরী' কবিতায় অন্তলীন হয়ে আছে একটি জীবনদর্শন। মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ অনিবার্য বিদায়কে এড়াতে পারে না, কেবল টিকে থাকে তার সৃষ্ট সোনার ফসল। কবির সৃষ্টিকর্ম মহাকালের সোনার তরীতে স্থান পেলেও ব্যক্তিকবির স্থান সে তরীতে হয় না। এক অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়

অনিবার্যভাবে মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য। মহাকালরূপ ‘সোনার তরী’ শুধু মানুষের কর্মকেই বাঁচিয়ে রাখে।

উদ্দীপকের তুষ্কার চিন্তা করে যে, দাদা, তার দাদা ও বাবার চাচি যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে হয়তো খুব ভালো হতো। কারণ বাবার দাদা তাদের জন্য একটি বিশাল বাড়ি বানিয়েছেন, তার নিজের দাদা বাজারে একটি বিশাল দোকান বানিয়েছেন আবার তার বাবার চাচি সুন্দর সুন্দর নকশিকাঁথা সেলাই করেছেন। তাঁদের কর্ম অক্ষত আছে পৃথিবীর বুকে, যা দেখে তুষ্কার স্বপ্নে বিভোর হয়। অর্থাৎ মানুষ মারা গেলেও তার কর্মের মৃত্যু নেই। ‘সোনার তরী’ কবিতায়ও ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর বিপরীতে কর্মফলের অমরতার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত, মহাকালের স্রোতে মানুষের মহৎ কর্মই শুধু বেঁচে থাকে; ব্যক্তিমানুষ নয়।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ‘সোনার তরী’ কবিতায় ব্যক্ত কর্মফলের অমরতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘সোনার তরী’ কবিতার সমগ্রতাকে ধারণ করতে পারেনি।

‘সোনার তরী’ কবিতায় রূপকের আশ্রয়ে মানবজীবনের গুঢ় দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতায় বাহ্যরূপে বর্ষার হিংস্র স্রোত পরিবেষ্টিত ধানখেতে রাশি রাশি সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষা করেন এক কৃষক। একসময় ভরা পালে সোনার তরী বেয়ে চলে যেতে থাকা এক মাঝিকে ধানগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য কাতর অনুনয় করে তিনি। মাঝি তাঁর ধানগুলো তরীতে তুলে নেয়; কিন্তু ব্যক্তি কৃষকের সেখানে স্থান হয় না।

উদ্দীপকের তুষ্কার তার পূর্বপুরুষদের কর্ম দেখে কৃতজ্ঞতাভরে তাঁদের স্মরণ করে। তার কাছে তাঁরা স্বপ্নের মানুষ। তুষ্কার মনে করে, এখন যদি তাঁরা বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো খুব ভালো হতো। তুষ্কারের ভুল ভেঙে দেয় তার বড়ো ভাই রোমেল। সে বলে, তাঁরা যদি এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে মানুষে মানুষে ঘর ভরে যেত। তখন আর তাঁরা স্বপ্নের মানুষ হতে পারতেন না। তাঁদের সৃষ্টি কর্ম পরবর্তী প্রজন্মের কাছে থেকে গেলেও তাঁদের আলোচ্য কবিতার কৃষকের মতো শূন্য হাতে চলে যেতে হয়েছে।

‘সোনার তরী’ কবিতার অন্তলীন দর্শন হচ্ছে মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকে এড়াতে পারে না, কেবল টিকে থাকে তার সৃষ্ট সোনার ফসল। সংগত কারণেই এক অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় অনিবার্যভাবে মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য। উদ্দীপকের তুষ্কারের পূর্বপুরুষদের অবদানের ভেতর দিয়ে আলোচ্য কবিতার এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তবে এছাড়া কবিতাটিতে কবি গ্রামীণ পটভূমিতে বর্ষা প্রকৃতির অনন্যসাধারণ চিত্র পা এঁকেছেন। উদ্দীপকে এর উল্লেখ নেই।

সে বিবেচনায়, উদ্দীপকটি ‘সোনার তরী’ কবিতার সমগ্রতাকে ধারণ করতে পারেনি।

সোনার তরী কবিতার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর: ৩

- মৃত্যু কী সহজ, কী নিঃশব্দে আসে অথচ মানুষ চিরকালই জীবন নিয়ে গর্ব করে যায়। – সমরেশ মজুমদার।
- মৃত্যু নিয়ে আমি ভীত নই। কিন্তু মরার জন্য তাড়াও নেই আমার। তার আগে করার মতো অনেক কিছু আছে আমার। —স্টিফেন হকিং।

ক. নিরুপায় ঢেউগুলি কোথায় ভাঙে?

খ “যাহা লয়ে ছিনু ভুলে” বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক i-এ ‘সোনার তরী’ কবিতার কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “উদ্দীপক ii-এ সোনার তরী’ কবিতার বিপরীত ভাব প্রকাশিত হয়েছে” – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. নিরুপায় ঢেউগুলি তরীর দু’ধারে ভাঙে।

খ. প্রশ্নোক্ত উদ্ভিতির মাধ্যমে কবির সৃষ্টিকর্ম নিয়ে জীবনভর মগ্ন থাক দিকটিকে বোঝানো হয়েছে।

কবির সৃষ্টিকর্মই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান সবকিছু সৃষ্টিশীল কবির দৃষ্টিতে শিল্পসাধনাতেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। শিল্পকে মগ্ন থাকার কারণে আর কিছু নিয়ে ভাবার তেমন সময় পাননি। অর্থ শেষবেলায় মহাকালের খেয়ায় সেসব সৃষ্টিকর্মের স্থান হলেও তিনি নিজে সেখানে স্থান পাননি। সংগত কারণেই সারাজীবন সৃষ্টিকর্ম নিমগ্ন থাকার কথা তিনি আক্ষেপভরে প্রকাশ করেছেন। প্রশ্নোক্ত কথাটি মাধ্যমে এ বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে।

গ. উদ্দীপক i-এ ‘সোনার তরী’ কবিতায় প্রকাশিত মৃত্যুর কাছে মানুষের অসহায়ত্বের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।

‘সোনার তরী’ কবিতায় মহাকালের গতিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারে না। আর তাই মানুষ তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকেও এড়াতে পারে না। নির্দয়ের মতো ছুটে চলা কালস্রোত কেবল মানুষের সুকৃতিময় কর্মফলকেই গ্রহণ করে, ব্যক্তিমানুষকে নয়। সংগত কারণেই অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে মানুষে অপেক্ষা করতে হয় মহাকালের স্রোতে বিলীন হওয়ার জন্য।

উদ্দীপক i-এ ‘সোনার তরী’ কবিতায় প্রকাশিত মৃত্যুর কাছে মানুষের অসহায়ত্বের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। প্রখ্যাত লেখক সমরেশ মজুমদারের একটি উদ্ভিকে উপজীব্য করা হয়েছে। উদ্ভিটিতে মৃত্যু নিয়ে তাঁর উপলব্ধির কথা প্রকাশিত হয়েছে। আশ্চর্য হয়ে তিনি মৃত্যুর সহজ ও আকস্মিক আগমনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি আরও অবাক হয়েছেন নিশ্চিত পরিণতি হিসেবে মৃত্যুর কথা জেনেও মানুষ জীবন নিয়ে গর্ব করে যায় দেখে। এর মধ্য দিয়ে মৃত্যুর অনিবার্যতার পাশাপাশি এর কাছে মানুষের চিরন্তন অসহায়ত্বের দিকটিও ফুটে উঠেছে। আলোচ্য কবিতাটিতেও মহাকালের স্রোতে ব্যক্তিমানুষের বিলীন হওয়ার ইঙ্গিতে একই বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে।

সারকথা, উদ্দীপক i-এ ‘সোনার তরী’ কবিতায় প্রকাশিত মৃত্যুর কাছে মানুষের অসহায়ত্বের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।

ঘ. ‘সোনার তরী’ কবিতায় মৃত্যুর কাছে মানুষের অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও উদ্দীপক ii-এ মৃত্যুভয়হীন মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

‘সোনার তরী’ কবিতায় কবি এক গভীর জীবনসত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আর তা হলো- সময়ের স্রোতে ব্যক্তিমানুষ একসময় হারিয়ে যান; বেঁচে থাকে কেবল তার সুকৃতি। আর তাই মহাকালের তরীতে সৃষ্টিশীল কর্ম ঠাই পেলেও শিল্পস্রষ্টার সেখানে জায়গা হয় না। বস্তুত, শতচেষ্টা করেও মানুষ তাঁর অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকে এড়াতে পারেন না।

উদ্দীপক ii-এ বিখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংয়ের মৃত্যু সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বক্তব্যটির মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন ও মৃত্যু বিষয়ক ভাবনা ফুটে উঠেছে। জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে মৃত্যুর বিষয়টিকে তিনি সহজভাবেই গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুভয়ে ভীত নন তিনি। আর তাই মৃত্যুর কথা না ভেবে তিনি বরং কর্মে মনোযোগী হতে আগ্রহী। তিনি মনে করেন, এখনো তাঁর হাতে করার মতো প্রচুর কাজ রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সেগুলো সমাধা করাই বেশি জরুরি।

‘সোনার তরী’ কবিতায় নিঃসঙ্গ কৃষকের জীবনের পরিণতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষের অনিবার্য পরিণতিকে নির্দেশ করেছেন কবি। মানুষ কোনোভাবেই মৃত্যুর এই অনিবার্যতাকে এড়াতে পারে না। এর মধ্য দিয়ে কালের নিয়মের কাছে ব্যক্তিমানুষের চিরায়ত অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। পক্ষান্তরে, উদ্দীপক ii-এ উল্লিখিত স্টিফেন হকিং মৃত্যুভয়হীন। মৃত্যুকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে আলোচ্য | কবিতার মতো মৃত্যুর কাছে নিজেকে অসহায় মনে করেননি তিনি।

সুতরাং ‘সোনার তরী’ কবিতায় মৃত্যুর কাছে মানুষের অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও উদ্দীপক ii-এ মৃত্যুভয়হীন মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

সোনার তরী কবিতার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর: ৪

- রূপক কবিতায় ভাববস্তুর দুটো দিক থাকে। একটি হলো আপাতদৃষ্ট ভাববস্তু। অন্যটি হলো অন্তর্নিহিত সমান্তরাল ভাব। অর্থাৎ রূপক কবিতায় বাইরের অর্থ হচ্ছে বাচ্যার্থ, আর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো নিহিতার্থ। সুতরাং রূপক কবিতা হচ্ছে বাইরের রূপের আড়ালে ভেতরের রূপের আভাসদানকারী কবিতা। ‘পাঞ্জেরী’ এ ধরনের একটি রূপক কবিতা।
- ক. ‘সোনার তরী’ কবিতায় উল্লিখিত মাঝি কীসের প্রতীক?
- খ. ঢেউগুলি নিরুপায়, ভাঙে দু ধারে’ – ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে যে আপাতদৃষ্ট ভাবের কথা বলা হয়েছে, ‘সোনার তরী’ কবিতায় তা কীভাবে রূপায়িত হয়েছে? আলোচনা করো।
- ঘ. রূপক কবিতা হিসেবে ‘সোনার তরী’ কবিতার সার্থকতা বিচার করো।

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘সোনার তরী’ কবিতায় উল্লিখিত মাঝি মহাকালের প্রতীক।

খ. ‘ঢেউগুলো নিরুপায়, ভাঙে দু ধারে’— চরণটির মাধ্যমে মহাকালের কালস্রোতের আপন গতিতে সবকিছুকে নস্যাত্ত করার কথা বোঝানো হয়েছে।

মহাকাল তার আপন নিয়মে নিরন্তর বয়ে চলছে। কেনো কিছুই তার এই গতিকে স্তব্ধ করতে পারে না। ফলে এই স্রোতে মানুষ তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকে এড়াতে পারে না। নির্দয়ের মতো ছুটে চলা এই কালস্রোত কেবল মানুষের সৃষ্টিময় কর্মফলকেই গ্রহণ করে, ব্যক্তি মানুষকে নয়। সংগত কারণেই অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে মানুষকে অপেক্ষা করতে হয় মহাকালের কালস্রোতে বিলীন হওয়ার জন্য। প্রশ্নোক্ত চরণটিতে ঢেউগুলোর নিরুপায় ভেঙে পড়ার মধ্যদিয়ে এ বিষয়টিই ইঙ্গিতময় হয়ে ধরা দিয়েছে।

গ. ‘সোনার তরী’ কবিতায় আপাতদৃষ্ট ভাবটি হলো- বর্ষাকালীন বৈরী পরিবেশে নিঃসঙ্গ ও বিপন্ন এক কৃষকের অসহায়ত্ব।

‘সোনার তরী’ একটি রূপক কবিতা। কবি গ্রামীণ পটভূমিতে এক কৃষকের দূরবস্থার মধ্যদিয়ে কবিতাটির ভাবসত্যকে উপস্থাপন করেছেন। | সংগত কারণেই কবিতাটি দুই রকম ভাবের দ্যোতনা দেয়। উদ্দীপকের বক্তব্য অনুযায়ী এর একটি সাধারণ ভাব বা আপাতদৃষ্ট ভাব; অন্যটি কবিতাটির গূঢ়ার্থ।

উদ্দীপকে রূপক বা প্রতীকধর্মী কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে বর্ণিত রূপক কবিতার দুই ধরনের ভাবের মধ্যে আপাতদৃষ্ট ভাব একটি আলোচ্য কবিতাটিকে সাধারণভাবে চিন্তা করলে এখানে একটি সরল কাহিনি বিধৃত হয়েছে। যেখানে বর্ষাকালীন পরিবেশে এক কৃষক তাঁর ছোটো খেতের রাশি রাশি ধান কেটে বসে আছেন। কাটা ধান ঘরে তোলাই কৃষকের লক্ষ্য। এমন সময় তাঁর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এক অচেনা মাঝির আগমন ঘটে। কৃষকের অনুনয়ে তাঁর সমস্ত ধান সে নৌকায় তুলে নেয়। কিন্তু ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের সেখানে স্থান হয় না। ফলে মনঃকষ্ট নিয়ে তাঁকে শূন্য নদীর তীরেই পড়ে থাকতে হয়।

এভাবে ‘সোনার তরী’ কবিতায় আপাতদৃষ্ট ভাবটি হলো- বর্ষাকালীন বৈরী পরিবেশে নিঃসঙ্গ ও বিপন্ন এক কৃষকের অসহায়ত্ব।

ঘ. আপাতদৃষ্ট ভাবের আড়ালে অন্তর্নিহিত ভাব হিসেবে একটি গভীর জীবনদর্শনকে তুলে ধরার পরিপ্রেক্ষিতে ‘সোনার তরী’ একটি সার্থক রূপক কবিতা।

‘সোনার তরী’ কবিতায় কবি গ্রামীণ পটভূমিতে এক কৃষকের দূরবস্থাকে কেন্দ্র করে কবিতাটির ভাবসত্যকে উন্মোচন করেছেন। এই ভাবসত্যটি হলো— মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকে

এড়াতে পারে না, কেবল টিকে থাকে তার সৃষ্ট সোনার ফসল তথা কর্মফল। কবিতাটিতে মহাকালস্বরূপ মাঝি কর্তৃক কৃষকের সোনার ধান গ্রহণ করা এবং পরিশেষে কৃষকের নদীতীরে বসে থাকা এই অন্তলীন ভাবকেই প্রকাশ করে।

উদ্দীপকে রূপক কবিতার বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে রূপক কবিতায় ভাববস্তুর দুটো দিক থাকে। একটি বাইরের অর্থ অর্থাৎ বাচ্যার্থ, আর অন্যটি অন্তর্নিহিত অর্থ অর্থাৎ নিহিতার্থ। অর্থাৎ রূপক কবিতা হচ্ছে বাইরের রূপের আড়ালে ভেতরের রূপের আভাসদানকারী কবিতা। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘সোনার তরী’ কবিতাটি প্রতিকূল পরিবেশে এক কৃষকের দুরবস্থা ও অসহায়ত্বকে প্রকাশ করলেও এর গূঢ়ার্থ কবির ব্যক্তিগত জীবনদর্শনে নিবদ্ধ।

‘সোনার তরী’ কবিতায় আপাতদৃষ্ট ভাবের সাথে অন্তলীন হয়ে আছে একটি জীবনদর্শন, যা কবিতাটির নিহিতার্থ। এ কবিতায় কৃষক কবির রূপক। কৃষকের ফসল যেমন মাঝি এসে নিয়ে যায়, তেমনি কবির সৃষ্টিকর্ম মহাকালের সোনার তরী এসে নিয়ে যায়, কিন্তু ব্যক্তি কবির সেখানে স্থান হয় না। এভাবে রূপকের আড়ালে কবিতাটিতে মানবজীবনের অনিবার্য সত্য মৃত্যুর অনিবার্যতা এবং কর্মফলের গুরুত্বের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।

অর্থাৎ আপাতদৃষ্ট ভাবের আড়ালে অন্তর্নিহিত ভাব হিসেবে একটি গভীর জীবনদর্শনকে তুলে ধরার পরিপ্রেক্ষিতে ‘সোনার তরী’ একটি সার্থক রূপক কবিতা।

সোনার তরী কবিতার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর: ৫

আমিন সাহেব ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি করেছেন। এই দীর্ঘ চাকরি জীবনে তিনি ঘর-বাড়িসহ বেশকিছু অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন তিনি তবে ছেলেমেয়েরা সুখী জীবনযাপন করছে— এতেই তার স্বস্তি।

ক. কাকে দেখে কৃষকের পরিচিত মনে হয়েছে?

খ. কবিতাটিতে ‘পরপার’ বলতে মূলত কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আমিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ‘সোনার তরী’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘সোনার তরী’ কবিতার অন্তর্ভাবনাকে উপস্থাপন করতে পেরেছে কি? বিশ্লেষণ করো।

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মাঝিকে দেখে কৃষকের পরিচিত মনে হয়েছে।

খ. কবিতাটিতে ‘পরপার’ বলতে মূলত পরকালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

‘সোনার তরী’ একটি রূপক কবিতা। এ কবিতার কৃষক হলেন শিল্পস্রষ্টা কবি নিজেই। নদীর জল কাল সলিলের প্রতীক আর নদীর অপর পাড় তথা পরপার হলো মৃত্যু পরবর্তী জগৎ। এভাবে ‘পরপার’ শব্দটির মধ্য দিয়ে কবিতাটিতে পরকালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের আমিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে ‘সোনার তরী’ কবিতার কৃষকের কর্মের দিকটি ফুটে উঠেছে।

‘সোনার তরী’ কবিতার অন্তরালে কবি মানবজীবনের এক গভীর দর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মনে করেন, ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অমরত্বের রশিতে বাঁধতে হলে সুকীর্তিময় কর্মের বিকল্প নেই। কেননা, শেষ বিচারে কেবল মানুষের কর্মই মূল্যায়িত হয়; ব্যক্তিমানুষ হারিয়ে যায় মহাকালের অতলে। এ কারণেই কবিতাটিতে কৃষকের সোনার ফসল টিকে গেলেও সোনার তরীতে ঠাঁই হয় না কৃষকের।

উদ্দীপকের আমিন সাহেব তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে সাংসারিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। অনেক কষ্টে যে সংসার তিনি গড়ে তুলেছেন বর্তমানে তার ধারক-বাহক হচ্ছে তাঁর সন্তান। তারাই আমিন সাহেবের

এ কর্মময় জীবনকে সার্থক করবে। একইভাবে, 'সোনার তরী' কবিতাতেও কবি মহৎকর্মের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সেখানে কৃষকরূপী শিল্পস্রষ্টা সোনার তরীতে জায়গা না পেলেও মহাকালের পঙ্কতিতে তাঁর সৃষ্টিকর্ম ঠিকই স্থান পায় অর্থাৎ আলোচ্য কবিতা এবং উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রে কর্মময়তার দিকটিই উঠে এসেছে।

সে বিবেচনায়, উদ্দীপকের আমিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের কর্মের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'সোনার তরী' কবিতায় অন্তর্ভাবনাকে তুলে ধরতে পারেনি বলেই আমি মনে করি।

'সোনার তরী' কবিতায় কবি এক গভীর জীবনদর্শনকে উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মহাকাল কেবল মানুষের মহৎ সৃষ্টিশীল কর্মকেই গ্রহণ করে; ব্যক্তিমানুষকে নয়। আর তাই কালপরিক্রমায় সৃষ্টিকর্ম টিকে গেলেও মানুষকে অনিবার্যভাবে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। আলোচ্য কবিতায় কৃষক চরিত্রটির আধারে কবি এ সত্যটিকেই উন্মোচন করেছেন।

উদ্দীপকের আমিন সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। দীর্ঘ চাকরি জীবনে তিনি তাঁর সংসারকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়েছেন। পাশাপাশি বাড়িসহ বেশকিছু অর্থ-সম্পদেরও মালিক হয়েছেন তিনি। অবসর গ্রহণের পর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেও আক্ষেপ নেই তার। ছেলেমেয়েরা সুখে আছে, এতেই তিনি খুশি। জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হওয়ার পর আর কোনো চাওয়া নেই তার। আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু এর থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

'সোনার তরী' কবিতায় কবি বর্ষাকালীন গ্রামীণ প্রকৃতিতে কৃষককে আশ্রয় করে কবিতার সারসত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেখানে কৃষক সৃষ্টিশীল কবিসত্তা, তাঁর উৎপাদিত ফসল কবির সৃষ্টিকর্ম আর মাঝি মহাকালের প্রতীক। মহাকাল কমি সৃষ্টিকর্মকে গ্রহণ করলেও তাঁকে গ্রহণ করে না। ফলে শূন্য নদীর তীরে তাঁকে পড়ে থাকতে হয় মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য।। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকে এরূপ কোনো দর্শনের আভাস পাওয়া যায় না। সেখানে আমিন সাহেবের দীর্ঘ কর্মজীবন এবং সংসার নিয়ে তাঁর প্রাপ্তি। কথা ফুটে উঠেছে।

সে বিবেচনায়, উদ্দীপকটি 'সোনার তরী' কবিতায় অন্তর্ভাবনাকে তুলে ধরতে পারেনি বলেই আমি মনে করি।

সোনার তরী বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর

১। 'ভরসা' শব্দটির অর্থ কী?

- ক. আশা
- খ. নিরাশা
- গ. বিশ্বাস
- ঘ. মাঝি

উত্তর: ক. আশা

২। 'থরে বিথরে' শব্দটির অর্থ কী?

- ক. ব্যবচ্ছেদ করে
- খ. সুবিন্যস্ত করে
- গ. এলোমেলো করে
- ঘ. বিচ্ছিন্ন করে

উত্তর: খ. সুবিন্যস্ত করে

৩। সোনার ধান নিয়ে তরী কোথায় চলে যায়?

- ক. নদীতে
- খ. সাগরে
- গ. মোহনায়
- ঘ. অজানা দেশে

উত্তর: ঘ. অজানা দেশে

৪। 'ক্ষুরধারা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

- ক. তীব্র ঝড়কুটি
- খ. ক্ষুর দ্বারা কোনো কিছু কাটা
- গ. ক্ষুরের মতো ধারালো প্রবাহ বা স্রোত
- ঘ. নদীর যে বাঁকটি ক্ষুরের মতো

উত্তর: গ. ক্ষুরের মতো ধারালো প্রবাহ বা স্রোত

৫। কূল শব্দের অর্থ কোনটি?

- ক. ঢেউ
- খ. কিনারা
- গ. বংশ
- ঘ. স্রোত

উত্তর: খ. কিনারা

৬। কী কাটতে কাটতে বর্ষা এল?

- ক. ধান
- খ. আখ
- গ. পাট
- ঘ. ভুট্টা

উত্তর: ক. ধান

৭। 'সোনার তরী' কবিতায় কোথায় মেঘ গর্জন করার কথা বলা হয়েছে?

- ক. পূর্বাকাশে
- খ. পশ্চিমাাকাশে
- গ. আকাশ জুড়ে
- ঘ. হিংস্র হয়ে

উত্তর: গ. আকাশ জুড়ে

৮। 'সোনার তরী' কবিতায় মূলত কয়টি চরিত্রের সন্ধান মেলে?

- ক. ৫টি
- খ. ৩টি
- গ. ২টি
- ঘ. ৪টি

উত্তর: গ. ২টি

৯। কী কাটা হল সারা?

- ক. পাট
- খ. ধান
- গ. ঘাস
- ঘ. আখ

উত্তর: খ. ধান

১০। 'সোনার তরী' কবিতায় কূলে একা কে বসে আছে?

- ক. কৃষক
- খ. শ্রমিক
- গ. জমিদার
- ঘ. ভিক্ষুক

উত্তর: ক. কৃষক

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কী?

- ক. বীরবল
- খ. যাযাবর
- গ. জগৎশেঠ
- ঘ. ভানুসিংহ

উত্তর: ঘ. ভানুসিংহ

১২। সোনার তরীতে কেন কৃষকের ঠাই হলো না?

- ক. তরীটা ছিল অত্যন্ত ছোট
- খ. মাঝিটি ছিল খুব নিষ্ঠুর
- গ. কৃষকের সোনার ধারে তরীটি ভরে গিয়েছিল
- ঘ. সোনার তরীতে স্থান করে নেয়ার ব্যাপারে কৃষক উদাসীন ছিল

**উত্তরঃ গ. কৃষকের সোনার ধারে তরীটি ভরে
গিয়েছিল**

১৩। মানবজীবনের এক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির প্রতি
ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে কোন শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে?

- ক. ক্ষুরধারা
- খ. খরপরশা
- গ. মেঘ
- ঘ. কূল

উত্তরঃ ক. ক্ষুরধারা

১৪। কৃষক কিংবা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে
কোনটির মাধ্যমে?

- ক. আমি
 - খ. আমি একেলা
 - গ. খরপরা
 - ঘ. থরে বিথরে
- উত্তরঃ খ. আমি একেলা**

১৫। মাঝি মূলেতে তরী ভিড়ালো কেন?

- ক. ফসলের জন্য
 - খ. কবির জন্য
 - গ. বৃষ্টি নামানোর জন্য
 - ঘ. স্রোতের জন্য
- উত্তরঃ ক. ফসলের জন্য**

১৬। 'তরুছায়ামসী-মাখা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

- ক. গাছপালার ছায়ায় কালচে রং মাখা
 - খ. গাছ হতে প্রস্তুতকৃত কলমের কালি
 - গ. গাছগুলোতে মেঘের যে ছায়া পড়েছে
 - ঘ. নদীতীরের অনিন্দ্য সুন্দর বৃক্ষরাজি
- উত্তরঃ ক. গাছপালার ছায়ায় কালচে রং মাখা**

১৭। 'সোনার তরী' কবিতায় 'শূন্য নদীর তীরে' কে
একা পড়ে থাকল?

- ক. কৃষক
 - খ. মাঝি
 - গ. তরী
 - ঘ. ছোট খেত
- উত্তরঃ ক. কৃষক**

১৮। কোন পঙক্তিতে মাঝির অপরিচয়ের নির্বিকারত্ব
ও নিরাসক্তি ফুটে উঠেছে?

- ক. ভরা পালে চলে যায়
- খ. কোনো দিকে নাহি চায়
- গ. দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে

ঘ. গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে
উত্তরঃ খ. কোনো দিকে নাহি চায়

১৯। কৃষক সোনার ফসল মহাকালের উদ্দেশ্যে
পাঠাতে চায় –

- ক. কর্মের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য
 - খ. মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য
 - গ. মাঝিকে ভালো লাগার জন্য
 - ঘ. ইহকালে শান্তিতে বসবাসের জন্য
- উত্তরঃ ক. কর্মের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য**

২০। নির্বিকার মাঝিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষক
চেষ্টা করেছেন –

- ক. তার সাথে পরিচয় পাওয়ার জন্য
 - খ. তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য
 - গ. তার সোনার ফসল তুলে নেয়ার জন্য
 - ঘ. তাকে নদী পার করার জন্য
- উত্তরঃ গ. তার সোনার ফসল তুলে নেয়ার জন্য**

২১। ফকির লালন শাহ অনেক পূর্বে মৃত্যুবরণ
করেছেন কিন্তু তাঁর গানগুলো যুগ যুগ ধরে আজও
মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। এ বিষয়টি
তোমার পঠিত কোন কবিতাকে সমর্থন করে?

- ক. জীবন বন্দনা
 - খ. তাহারেই পড়ে মনে
 - গ. পাঞ্জেরী
 - ঘ. সোনার তরী
- উত্তরঃ ঘ. সোনার তরী**

২২। 'দৃষ্টি' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে সম্পন্ন
হয়েছে?

- ক. প্রকৃতি প্রত্যয়
 - খ. সমাস
 - গ. উপসর্গ
 - ঘ. অনুসর্গ
- উত্তরঃ ক. প্রকৃতি প্রত্যয়**

২৩। কোন সময়ে ক্ষেতসমেত নদীর তীর নদীর গ্রাসে
হারিয়ে যায়?

- ক. আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে
 - খ. আশ্বিন-কার্তিক মাসে
 - গ. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে
 - ঘ. কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে
- উত্তরঃ ক. আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে**

২৪। 'সোনার তরী' কবিতাটির নামকরণ 'নিষ্কর মহাকাল' রাখা যেত নিচের কোন যুক্তিতে?

ক. চরিত্রের ভিত্তিতে

খ. বিষয়ের ভিত্তিতে

গ. অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে

ঘ. দার্শনিকতার ভিত্তিতে

উত্তর: ঘ. দার্শনিকতার ভিত্তিতে

২৫। মানুষের জীবন কেমন?

ক. দীর্ঘস্থায়ী

খ. চিরস্থায়ী

গ. ক্ষণস্থায়ী

ঘ. অমর

উত্তর: গ. ক্ষণস্থায়ী

২৬। 'বাঁকা জল' কিসের প্রতীক?

ক. ধাবমান জলের

খ. কালস্রোতের

গ. কালো জলের

ঘ. ভরা জলের

উত্তর: খ. কালস্রোতের

২৭। 'নদী' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য?

ক. নেত্র

খ. সলিল

গ. সৈকত

ঘ. তটিনী

উত্তর: ঘ. তটিনী

২৮। ফসল উৎপাদনকারী কৃষক বলতে কবি কাকে কল্পনা করেছেন?

ক. নিজেকে

খ. মাঝিকে

গ. নেতাকে

ঘ. তরুণকে

উত্তর: ক. নিজেকে

২৯। 'সোনার তরী' কবিতায় কবি সৃষ্টিকর্মকে কী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে?

ক. ধান-সম্পদ

খ. জমিজমা

গ. ফসল

ঘ. তরী

উত্তর: গ. ফসল

৩০। 'ভারা ভারা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. সারি সারি

খ. রাশি রাশি

গ. স্তরে স্তরে

ঘ. বোঝা বোঝা

উত্তর: খ. রাশি রাশি

৩১। তীরে বসে কৃষক কী করছিল?

ক. খেলা করছিল

খ. গান করছিল

গ. অপেক্ষা করছিল

ঘ. দৃষ্টিস্তা করছিল

উত্তর: গ. অপেক্ষা করছিল

৩২। 'কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা' _ এখানে কূলে শব্দটি কিসের প্রতীক?

ক. হতাশা

খ. পৃথিবী

গ. নদীর কূল

ঘ. ধানের ক্ষেত

উত্তর: খ. পৃথিবী

৩৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন?

ক. বিসর্জন

খ. ডাকঘর

গ. বসন্ত

ঘ. রক্তকরবী

উত্তর: গ. বসন্ত

৩৪। কোন শব্দ থেকে 'বরষা' শব্দের উৎপত্তি?

ক. বর্ষা

খ. বর্ষা

গ. বর্ষণ

ঘ. বরষা

উত্তর: খ. . বর্ষা

৩৫। 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

ক. স্বরবৃত্ত

খ. অক্ষরবৃত্ত

গ. মাত্রাবৃত্ত

ঘ. মিশ্র

উত্তর: গ. মাত্রাবৃত্ত

৩৬। 'সোনার তরী' কবিতায় 'বাঁকাজল' কীসের প্রতীক?

- ক. বিপদের
- খ. অস্থিরতার
- গ. কালস্রোতের
- ঘ. ঢেউয়ের

উত্তর : গ. কালস্রোতের

৩৭। তরী বেয়ে আসার সময় মাঝি কী করছিল?

- ক. গান গাইছিল
- খ. দাঁড় টানছিল
- গ. নিশ্চুপ ছিল
- ঘ. গুন টানছিল

উত্তর : ক. গান গাইছিল

৩৮। শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি_ কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক. মৃত্যুর অনিবার্যতা
- খ. কালের প্রবহমানতা
- গ. কৃষকের অসহায়ত্ব
- ঘ. অপ্রাপ্তির বেদনা

উত্তর : ঘ. অপ্রাপ্তির বেদনা

৩৯। রবীন্দ্রনাথের মতে মাঝি আসলে কে?

- ক. নিঃসঙ্গ জীবন
- খ. মহাকালের প্রতীক
- গ. অবিনশ্বর জীবন
- ঘ. জাতির নেতা

উত্তর : খ. মহাকালের প্রতীক

৪০। 'ধান কাটা হলে সারা'_ এখানে কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

- ক. কাজ শেষের ইঙ্গিত
- খ. জীবনের শেষ সময়
- গ. সোনার তরী আসার সময়
- ঘ. মহাকালের শূন্যতার সময়

উত্তর : ক. কাজ শেষের ইঙ্গিত

৪১। ভরা নদীর স্রোত কেমন ছিল?

- ক. আঁকা-বাঁকা খ. ঢেউপূর্ণ ও সুন্দর
- গ. তীব্র ও দুর্যোগময়
- ঘ. ক্ষুরধারার মতো

উত্তর : ঘ. ক্ষুরধারার মতো

৪২। 'রাশি রাশি' শব্দটি ব্যাকরণের কোন পদ?

- ক. সাপেক্ষ সর্বনাম
- খ. বস্তুবাচক সর্বনাম
- গ. নির্ধারক বিশেষণ
- ঘ. ক্রিয়া বিশেষণ

উত্তর : গ. নির্ধারক বিশেষণ